সমকাল

তারিখ ... 30 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

শেরপুরে ধর্ষণের শিকার সেই স্কুলছাত্রী আদালতে নির্যাতনের বর্ণনা দিল

■ শেরপুর প্রতিনিধি

শেরপুরের হতদরিদ্র হিন্দু পরিবারের মেয়ে ধর্ষণের শিকার সেই স্কুলছাত্রী পাঁচ বছর দুই মাস পর আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তার ওপর নির্যাতনের বর্ণনা দিল। সোমবার দুপুরে শেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলার বাদী ওই স্কুলছাত্রীর বাবা ও ভিকটিমের জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়। জবানবন্দি গ্রহণ করেন ট্রাইব্যুনালের ভারপ্রাপ্ত বিচারক জেলা ও দায়রা জজ কিরণ শংকর হালদার। আগামী ২ অক্টোবর পরবর্তী সাক্ষ্যের দিন ধার্য করা হয়। পরে ঢাকার মহিলা পরিষদের সেফ হোমে ফিরে যায় সেই ধর্ষিতা।

মামলা সূত্রে জানা যায়, শ্রীবরদী উপজেলার ঘোনাপাড়া গ্রামের হিন্দু পরিবারের মেয়েটি কুমড়ী কাটাজান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে ২০১১ সালের ২০ জুন সকালে চৈতাজানি জামতলী এলাকার মতিউর রহমানের লম্পট ছেলে মাদ্রাসাছাত্র শাহজামাল ওরফে শাহ আলম কৌশলে তাকে একটি মুদি দোকানে নিয়ে বিস্কুট ও পানি খাওয়ায়। পরে ওই স্কুলছাত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাকে একাধিক স্থানে নিয়ে তিন দিন ধর্ষণ করে শাহ আলম। ঘটনার চার দিনের মাথায় ২৩ জুন দুপুরে সেই স্কুলছাত্রীকে মাথা ন্যাড়া করে জিন্সের ফুলপ্যান্ট, গায়ে হাফহাতা চেক গেঞ্জি ও ক্যাপ পরিয়ে অসুস্থ অবস্থায় তাদের বাড়ির আঙিনায় ফেলে রেখে যায় সে।

এ ঘটনায় ২৫ জুন তার বাবা বাদী হয়ে শাহ আলম ও তার ৫ আত্মীয়কে আসামি করে শ্রীবরদী থানায় মামলা করেন। এর পর দ্রুত ভিকটিমের ডাক্তারি পরীক্ষা ও আদালতে তার জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়। পুলিশ প্রথম দিকে ব্যাপক তৎপর হয়ে ধর্ষক শাহ আলমের আত্মীয়স্বজনকে গ্রেফতার এবং সর্বশেষ ওই বছরের ৯ জুলাই শাহ আলমকে গ্রেফতার করে।

একপর্যায়ে পাল্টে যায় তদন্তের দৃশ্যপট। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শ্রীবরদী থানার উপপরিদর্শক মো. জহুর আলী ধর্ষক শাহ আলমের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল না করে ওই বছরের ১৫ অক্টোবর আদালতে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। পরে ২৫ অক্টোবর বাদীপক্ষ পুলিশের দায়ের করা ওই চূড়ান্ত রিপোর্টের বিরুদ্ধে নারাজি দাখিল করলে ২০১২ সালের ২৯ এপ্রিল বাদী ও ভিকটিমের জবানবন্দি গ্রহণ করে নারাজি মঞ্জুর করেন এবং আসামি শাহ আলমের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আমলে নেন। এরই ফাঁকে উচ্চ আদালত থেকে জামিনে বেরিয়ে যায় শাহ আলম। এর পর ওই বছরের ৭ মে থেকে অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির জন্য ধার্য থাকলেও ২০১৪ সালের ২০ জুলাই ওই মামলায় আসামি শাহ আলমের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন ট্রাইব্যুনাল। এর পর থেকেই ওই মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ধার্য থাকলেও অভিযোগ গঠনের দীর্ঘ দুই বছর পর ২৮ আগস্ট ঢাকার মহিলা পরিষদের সেফ হোম থেকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় সেই ভিকটিমকে। সঙ্গে আসেন মামলার বাদী, তার বাবাসহ মা। ওইদিন রাষ্ট্রপক্ষ বাদী ও ভিকটিমকে সাক্ষ্যের জন্য ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করলে বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ শেষে জেরার জন্য আসামিপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক কিরণ শংকর হালদার তা মঞ্জুর করে ২৯ আগস্ট বাদীর জেরা ও ভিকটিমের জবানবন্দির জন্য দিন ধার্য করেন।